পঞ্চম অধ্যায়

- নদ-নদী রক্ষা, পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমিশনের বিশেষ মতামত/সুপারিশমালা

নদ-নদী রক্ষা, পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমিশনের বিশেষ মতামত/সুপারিশমালা

১। [ক] বাংলাদেশের নদ-নদী ও খাল বিলের নাব্যতার মাত্রা ও নৌ-চলাচল, বিশেষ করে, শুষ্ক মৌসুমে সংকটাপন্ন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রান/উত্তোরনের পরিকল্পনা ড্রেজিং/খনন অধিকমাত্রায় অপরিহার্য। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের নিমিত্ত টেকসই উন্নয়ন-ড্রেজিং/খনন প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম বাস্তবায়ন প্রত্যাশিত। তবে এ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিপার্টমেন্টগুলি-পাউবো, বিআইডব্লিউটিএ/বিএডিসি এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অনিবার্য। তবে এ ব্যবস্থা প্রচুর ব্যয়বহুল এবং প্রযুক্তিগত ও কারিগরি উৎকর্ষতার উপর সুফল অনেকটাই নির্ভরশীল। ড্রেজকৃত মাটি ম্যাটেরিয়ালস্ নিরাপদ দূরত্বে উপযুক্ত স্থানে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণীয়/পালনীয়। [খ] নদ-নদী রক্ষা ও নাব্যতাবৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমের উজানের পর্যাপ্ত অতিরিক্ত পানি, বৃষ্টির মিষ্টি পানি সংরক্ষনের সর্বোত্তম প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমের দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণের কার্যকর উপায়/উদ্যোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গভীর ও সমন্বিত গবেষণা/সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। ফলে উজানের পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ৩[১] ধারা বলে বিগত ৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হলেও প্রথম ২-৩ বছর অফিস স্থাপন, বাজেট বরাদ্দ/প্রশাসনিক কাঠামো অনুমোদন ইত্যাদি প্রারম্ভিক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন এ ক'বছরে এ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অফিসের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করা এবং চলাচলের জন্য যানবাহন ও পর্যাপ্ত জনবল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কার্যত ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকেই মাঠ পরিদর্শন, জনবল নিয়োগের বিধিমালা তৈরি করা হয়। এ আইনের ১২ ধারায় [ক]-[ড] পর্যন্ত কমিশনের কার্যাবলি/দায়িত্বাবলি নির্ধারিত হয়েছে। এ আইনের অধীনে নদীর অবৈধ দখল ও পুনর্দখল রোধ, নদী ও নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধ এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, নৌপরিবহণযোগ্য হিসাবে নৌপথকে গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

৩। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ১২[ক] ধারায় বর্ণিত "নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের" গুরুদায়িত্ব এ কমিশনের উপর বর্তিয়েছে। বাস্তবিক কারণেই নব্য প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নদীর দখল উচ্ছেদকরণ ও দূষণ প্রতিরোধ এবং নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করণার্থে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান, দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে এ কমিশন যারপরনাই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তাসহ নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির বরাদ্দ এ স্বল্প সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায়, নদী, পানি ও পরিবেশ রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কমিশনের কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা এ কমিশন দারুণভাবে প্রত্যাশা করছে।

৪। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রচেষ্টায় নদীর দখল উচ্ছেদ ও দূষণ এখন পর্যন্ত বন্ধ করা সম্ভব না হলেও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ ধারায় বর্ণিত [ক]-[ড] অনুচ্ছেদে অর্পিত দায়িত্বাবলি নিরলসভাবে পালন করে আসছে। নদী রক্ষার বিষয়টি একটি জাতীয় ও সংবেদনশীল বিষয় হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা কমিশন অব্যাহত রেখেছে। নদী ও নদী সম্পদ রক্ষা, নদীর জমি অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধার, অসঙ্গতি দূরীকরণ ও উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এ কমিশন পরম আন্তরিকতা, দক্ষতা নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করে চলছে।

৫। [ক] দেশে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে, ক্রমবর্ধমান নদীর নাব্যতাহীনতা কার্যকররূপে মোকাবেলা করা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া নদ-নদীর দখল, নদী, নদীর তীরভূমি [ফোরশোরসহ] অবৈধভাবে দখল, নদীসম্পদ—পানি ও পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকর আইনের প্রয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন/আমদানি ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনসহ জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হতে চলেছে। [খ] উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদির অজুহাতে কিছু ক্ষেত্রে নদী গ্রাসের প্রবণতা লক্ষনীয়। এ প্রবণতা প্রতিরোধে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর প্রধান, স্টেকহোল্ডার হিসেবে কার্যকর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং ২-৩ মাস অন্তর ফোকাল পয়েন্ট সভা করে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ/সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আসছে। [গ] কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্টেকহোল্ডার হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীর তীরে/অভ্যন্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য নদীর পানিকে বিষিয়ে তুলছে।

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনার অবস্থাও একইরূপ। ২৪ ঘন্টা ETP চালু রাখা নিশ্চিত করার জন্য Online পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা অবিলম্বে গড়ে তুলতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে একাদিকবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৬। [ক] BD Delta Plan 2100 সরকারের অনুমোদন লাভ করছে। একইভাবে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি ও হালদাকেও এ পরিকল্পনার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [খ] সম্প্রতি সাভারে হরিণধরায় স্থানান্তরিত চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য শোধনে CETP অদ্যাবধি কার্যকরভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে ধলেশ্বরী নদীর পানিও বুড়িগঙ্গার ন্যায় দূষিত হচ্ছে। বুড়িগঙ্গার ন্যায় ধলেশ্বরী নদীর পানিতে দ্রবণীয় অক্সিজেন [Dissolved Oxygen] এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পারদ, সিসা, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিনসহ উপাদানগুলো পানির গুণাগুণ বিনষ্ট করছে। পানি দূষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এ দূরবস্থা দূরীকরণে সফলতার সঙ্গে পূর্ণমূল্যায়নপূর্বক চলমান প্রকল্পটি সততা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্বসহ অর্থের অপচয়রোধের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বিশেষ নজরদারি বাড়াতে হবে।

৭। ২৪-২৬ জুন ২০০৯ সালের রিট পিটিশন ৩৫০৩/২০০৯ এর রায়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশগুলিও যথা- বিবেচনায় সরকার গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করে চলছে। বর্তমানে জেলাগুলিতে বিশেষ করে ঢাকা ও চতুপাশের ৪-৫টি নদীতে এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলি ও হালদাসহ দেশের অন্যা জেলা গুলিতেও সংশ্লিষ্ট নদীগুলির অভ্যন্তরে অবৈধ দখলদার কর্তৃক নির্মিত ও নির্মাণাধীন সকল স্থাপনা অপসারণের যে কার্যক্রম চলছে তা অব্যাহত রাখতে রাখতে হবে। আরও উল্লেখ্য যে, নদী অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই ন্যাবিচারের ভিত্তিতে চালাতে হবে। অবৈধ স্থাপনা যাহারই হউক না কেন এবং তিনি যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন তিনি যে গোষ্ঠীরই হউক না কেন, বৈষম্যহীন এবং ব্যতিক্রম ছাড়া তা অপসারণে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত যে পরামর্শ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিশ্চিত করছে নদ-নদীর প্রতিটিরই প্রতিবেশ ব্যবস্থা মনুষ্যসৃষ্ট স্থাপনা, নির্মাণ, দূষণ এবং বিভিন্ন শিল্প কল-কারখানা হতে নিক্ষেপিত বর্জ্য দ্বারা অসহনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে। এ অবস্থা প্রতিরোধে কার্যকর আইনের প্রয়োগ, শাস্তি বিধানের পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তি আমদানী/উদ্ভাবন ও ব্যবহারের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পরামর্শ দিয়েছে।

৮। সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের পানি, প্রাণিকুল, উদ্ভিদসহ তীরভূমিতে বসবাসকারী নাগরিক গোষ্ঠী ভয়াবহ পরিবেশ দূষণগ্রস্ত অবস্থায় দুঃসহ জীবনযাপন করছে। এদের স্বাস্থ্য ও জীবন মারাত্মক সংকটাপন্ন অবস্থা মোকাবেলা করে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৫ ধারা অনুসারে উপরে বর্ণিত নদী ও সংলগ্ন এলাকাকে বিশেষরূপে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করিবার সকল উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে"। কেবলমাত্র ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদ-নদী, পানি ও পরিবেশের ক্ষেত্রেই উক্তরূপ জঘন্যতম অবস্থা যে বিদ্যমান তা-ই নয়, দেশের অন্যান্য সব নদীতে কমবেশি দখল ও দূষণ বিদ্যমান। দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক-কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, পানির সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থাপনা, নৌ-চলাচল ব্যবস্থাকে আরও সুগম ও অব্যাহত রাখা এবং জীববৈচিত্র্য-কে রক্ষা করা, তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বেগবান/টেকসই করার লক্ষ্যে নদ-নদী, খাল-বিল-জলাশয় ও জলাধারে অবৈধ স্থাপনা উদ্ধারের কাজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতেই হবে। সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নদীর র্দশননীতী হলো: 'উন্নয়নের নামে/অজুহাতে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও প্রাকৃতিক জলাধার কোনক্রমেই অবৈধভাবে দখল করা যাবে না/বরদাস্ত করা হবে না'। এর বাস্তবায়নে সম্মিলিত উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সেক্ষেত্রে সমন্বয়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পালন করছে।

৯। হাইকোর্ট বিভাগের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনে [জুন ২৪ ও ২৫/২০০৯] রায়ে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বিশেষ নজির হিসেবে প্রয়োগ/দায়িত্ব পালন করে চলেছে। যা উল্লেখ্য যে, উক্ত মোকদ্দমাটি Continuing mandamus হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। উক্ত রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনাগুলি [ক]-[ঝ] বাস্তবায়নার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন সদাশয় সরকার কর্তৃক গঠিত হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ অনুযায়ী নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয় সাধনের বাস্তব উদ্যোগ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

১০। নদী দখলমুক্তকরণ অতিশয় জরুরি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণে বর্তমানে জাতীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিটি নাগরিক/ঘরে-ঘরে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অন্যথায় নদীর অপমৃত্যু রোধ করা যাইবে না। সেই সঙ্গে অপমৃত্যু ঘটিবে ঢাকা মহানগরীর, বিরান হইবে এই জনপদের। অতএব অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

১১। নদী অবৈধ দখলমুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ নদী সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং সীমানা পিলার স্থাপন কার্য সম্পাদন করিতে কেহ অবহেলা করিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। এভাবে সিকস্তি জমি যথাস্থানে পয়স্তিলব্ধ [Reformation-in-situ] হলেইপ্রকৃত মালিকানার উত্তরূপ প্রমাণাদি, নোটিশ, শুনানি ইত্যাদির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সরেজমিন তদন্ত ও দিয়ারা জরিপের প্রেক্ষিতে কালেক্টর বাহাদুর [রাজস্ব অফিসার]-কেই নির্ণয়/নির্ধারণ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, নদীর জমিতে দিয়ারা জরিপ কালেক্টর বাহাদুরের চাহিদা মোতাবেক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা নিয়ে কালেক্টর বাহাদুরই [রাজস্ব কর্মকর্তা] সম্পন্নপূর্বক RoR হালনাগাদ করে থাকেন; নদ-নদীর জমি দিয়ারা জরিপ [Diara Settlement] ব্যাতিরেকে RS ভুক্তকরার আইনানুগ কোনো সুযোগ নেই [SATA, ১৯৫০: ৮৬-৮৭ ধারা]।

১২। এই জরিপ কাজ করিবার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান ও সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের মহা-পরিদর্শক ও ঢাকা মহানগরীর পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

১৩। জরিপ কার্য সুসম্পন্নকরণ এবং সীমানা পিলার স্থাপন করিবার পর সংশ্লিষ্ট নদীর সীমানা দৃশ্যমানভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুসারে Walk-way/Pavement বা সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইল যে, জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নির্ধারিত নদীর সীমানা যেন কোনভাবেই স্থানান্তরিত না হয়। সেইদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ যত্নবান হইবেন।"

[ক] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সারা দেশে নদ-নদীর দিয়ারা জরিপ কার্য অবিলম্বে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরী সহযোগিতায়/ডিজিটাল পদ্ধতিতে ত্রুটিহীন-নির্ভেজালভাবে সুসম্পন্ন করার পরামর্শ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাবলি পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, নদীর জমির মালিক রাষ্ট্রের জনসাধারণের পক্ষে পাবলিক ট্রাষ্টি সর্বদাই সরকার এবং নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় ও বন্দোবস্তযোগ্যও নয়।

[খ] প্রণিধানযোগ্য যে, নদ-নদীর জমি, তীরভূমি ও ফোরশোর রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার আইন ও বিধি-বিধান খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধি-বিধান/নীতিমালার থেকে ভিন্ন, যা অবশ্যই প্রতিপালনীয়। SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ [৪] ধারার বিধানানুযায়ী সিকস্তিকৃত নদীর জমি যথাস্থানে পয়স্তি ঘটলেই কেবলমাত্র প্রকৃতমালিক কিংবা উত্তরসূরিকে ফেরৎ দেয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে সিকস্তিপূর্ব মালিকানা উক্ত আইনের ৮৬ [১], ৮৬ [২] ও ৮৬ [৩] উপ-ধারার আবশ্যকীয় শর্তাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে/যাচাই-বাছাইয়ান্তে সঠিক প্রমাণিত হতে হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টর অর্থাৎ জেলা প্রশাসক উত্তরূপ পালনীয় শর্তাদি প্রমাণিত হলেই উক্ত আইনের ৮৬ [৫] ধারানুযায়ী কেবলমাত্র প্রকৃত মালিক কিংবা তার আইনানুগ উত্তরসূরিকে জমি বরাদ্দ [Allotment] বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন; তবে তা ৬০ [ষাট] বিঘার অতিরিক্ত হতে পারবে না। ষাট বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের নিরঙ্কুশ ও নিরবচ্ছিন্ন মালিকানায়ই রেকর্ডভুক্ত থাকবে।

[গ] সিকস্তিকৃত নদীর জমির পরিমাণ ও মালিকানা, স্বত্ব, স্বার্থ সিকস্তি-পূর্ব সংশ্লিষ্ট দলিলাদিঃ রেজিস্টার্ড দলিল/পর্চা, সিকস্তি-উত্তর নির্দিষ্ট ফরমের আবেদন, সিকস্তিকৃত জমির পরিমাণ নির্ণায়ক রাজস্ব কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, খাজনা হ্রাসের মঞ্জুরি পত্র; সিকস্তি-পূর্ব দিয়ারা জরিপ লিপি/ স্বত্বলিপি, জরিপ ম্যাপ, প্রাথমিক খাজনা লিপি, পয়স্তিলব্ধ জমির নক্শা/চর্চা ম্যাপ/আরওআর ইত্যাদি উক্ত ৮৬ ধারার উপধারাসমূহের আবশ্যকীয় শর্তাদি হিসেবে প্রকৃত মালিকানা নির্ণায়ক প্রমাণ বলে গণ্য করতে হবে।

[ঘ] আরও উল্লেখ্য, চর্চা ম্যাপের উপর ভিত্তি করে কোনোরূপ স্বত্ব ও স্বার্থ পরিবর্তন আইনানুগ নয় এবং তা বাতিলযোগ্য, যা কালেক্টর বাহাদুরই SATA, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারা এবং ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতাবলে প্রতিনিয়ত করতে ক্ষমতাবান। নদীর জমিঃ রাষ্ট্রীয় ও জনঅধিকারভুক্ত জমির দখল কালেক্টরের পুনঃস্বত্বাধীনে আনয়নের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি উক্ত আইনের ১৪৭/১৪৯/১৫০ ধারার ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারেন।

[ঙ] প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি ২২[৩] অনুযায়ী তহশিলদার [ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা] তার প্রতিবেদনে সিকস্তি, পয়স্তি ও পুনঃউদ্ভবের ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি, ক্ষেত্র, অবস্থান উল্লেখ করবে; পুনঃউদ্ভব পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোতের খতিয়ান নম্বর এবং উক্ত ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী যা প্রযোজ্য তা উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবে।

[চ] প্রজাস্বত্ব বিধিমালার বিধি-২৩ অনুসরণে জোতদারের উক্ত ২২[৩] উপধারার তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তার ভিত্তিতে ৮৬[১], ৮৬ [২] এবং ৮৭ [২] উপধারার অধীন রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক [পূর্ববর্তী জরিপলিপি, প্রাথমিক খাজনালিপি, খসড়া স্বত্বলিপি, হোল্ডিংওয়ারি খাজনালিপি এবং ২নং বালাম বই সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার

ইত্যাদি পর্যালোচনাসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যাদি অনুসন্ধান] সঠিক মর্মে সন্তুষ্ট হয়েই স্বত্বলিপি চূড়ান্ত করবেন ও রেজিস্টারভুক্ত করবেন, যার অনুলিপি কালেক্টরের সেন্ট্রাল রেকর্ড রুমে প্রেরণ করবেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এ বিধিবিধান কার্যকররূপে যথা সময়ে অনুসরণ/প্রয়োগ করা হয়না। ফলে নদীর জমির সীমানা নির্ধারণে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়- নদীর জমি বেহাত হয়, অবৈধ দখলের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যোগসাজশের প্রমাণ মেলে।

[ছ] SATA, ১৯৫০ এর ৮৬ [৪] ধারার বিধান মোতাবেক প্রকৃত মালিকানার প্রমাণসাপেক্ষে প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকার ব্যতীত নদীর পয়স্তিলব্ধ জমি অন্য কোন ব্যক্তির প্রাপ্তি বিক্রি বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের আইনগত সুযোগ নেই; কেবলমাত্র তা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বর্তাবে যা কালেক্টর বাহাদুরের পদবির বিপরীতে ১নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত হবে। যেসব ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিকানা প্রমাণিত না হয় সেসব ক্ষেত্রে জাল/বানোয়াট/ভুয়া দলিলাদির উপস্থাপনকারীকে অবৈধ দখলদার বিবেচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক উচ্ছেদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

[জ] নদীর সিকস্তি কিংবা পয়স্তিলব্ধ জমি বন্দোবস্ত কিংবা DCR মূলে অস্থায়ীভাবে ভোগ করার সুযোগ কোনো জেলা/উপজেলায় দেয়া হয়ে থাকলেও তা উপরে বর্ণিত আইনের পরিপন্থি বিবেচনায় কালেক্টর বাহাদুর অবিলম্বে স্বীয় উদ্যোগে [on his own motion] তা বাতিল করার যথোপযুক্ত আদেশ জারি করে নদীর জমি/তীরভূমি [ফোরশোর] সরকারের নিরঙ্কুশ দখলে নেবেন এবং তদানুযায়ী কালেক্টরের নামে ১ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করবেন/করাবেন।

[ঝ] SATA 1950 এর ৮৬ [১] ধারার বিধান অনুযায়ী নদী সিকস্তিজনিত পরবর্তী কোনো সময়ে পয়স্তিলব্ধ [চর জেগে উঠলে] হলে ৮৬[৩] ধারা মোতাবেক তা প্রাথমিকভাবে সরকারের মালিকানাধীনই থাকবে এবং ৮৬[৪] ধারা মোতাবেক কালেক্টর বাহাদুর তার তাৎক্ষণিক দখল [immediate possession] নিশ্চিত করবেন এবং তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনসাধারণকে অবহিত করবেন এবং তা দিয়ারাজরিপ করিয়ে ম্যাপ প্রস্তুত করবেন।

[ঞ] ৮৬[৫] মোতাবেক ৮৬[৪] উপধারার বিধানানুযায়ী পয়স্তিলব্ধ জমির দখল গ্রহণ এবং জরিপ [দিয়ারা] ও ম্যাপ প্রস্তুতের ৪৫ দিনের মধ্যেই কেবলমাত্র উক্ত ৮৬ [২] মোতাবেক প্রকৃত মালিক বা উত্তরাধিকারীকে কালেক্টর বাহাদুর বরাদ্দ [Allotment] দেবেন [৬০ বিঘার অতিরিক্ত না হলে]; যতটুকু ৬০ বিঘার অতিরিক্ত ততটুকু জমিই সরকারের কর্তৃত্বাধীনে, দখলে ও নামে লিপিবদ্ধ/ন্যস্ত থাকবে।

[ট] উক্ত আইনের ৮৬ [৬] অনুযায়ী বন্দোবস্তকৃত জমি সেলামিমুক্ত হবে, তবে তিনি [প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারী] ধার্যকৃত ন্যায়সঙ্গত খাজনা ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে বাধ্য থাকবেন।

[ঠ] ৮৬ [৭] উপধারার বিধান অনুযায়ী কৃত্রিম ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে নদীর জমি, তীরভূমি [ফোরশোরসহ] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে তার মালিকানা সরকারের উপর অর্পিত থাকবে।

[ড] কালেক্টর বাহাদুর, SATA 1950 এর ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] ধারার ক্ষমতার যথার্থ ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনো সময় সিএস পর্চানুযায়ী নদীর বাস্তব অবস্থা/ সীমানা/পূর্বাপর দলিলাদি/পর্চাসহ [যদি থাকে] ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার মালিকানা, দখল ও দাবির স্বপক্ষে বর্ণিত সকল প্রমাণাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে নদীর জমি [তীর সমগ্র] জনঅধিকারভুক্ত সম্পত্তি [Right of public easement] হিসেবে হালনাগাদ করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৪৪ [ক]ধারায় বর্ণিত RoR [RS/BS/SA] এর Presumptive Value প্রমাণাদি/সাক্ষ্যাদির প্রেক্ষিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ভুল [incorrect] প্রমাণিত হলে সেই রেকর্ড/খতিয়ান- RS/BS যাই-ই হোক না কেন, কালেক্টর বাহাদুর উক্ত ১৪৩/১৪৯ [৪] ধারায় তা বাতিল করবেন/করাবেন। এ আইনের প্রয়োগের উদাহরণ/নজীর জেলা উপজেলায় নদী রক্ষার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রয়োগ/অনুশীলন করা হয় না।

[ঢ] উক্ত আইন ও হাইকোর্টের রায়ের নজির যথোপযুক্ত বিবেচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন একাধিকবার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনকে পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি বলে কমিটির প্রতিবেদনে দৃশ্যত প্রতিভাত হয়েছে। SATA ১৯৫০ এর ১৪৫ [ঙ] এবং ১৪৫ [চ] ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসরনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কালেক্টর বাহাদুর যথোপযুক্ত আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কালেক্টর অবশ্যকীয় ক্ষেত্রে নদীর জমি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক RS/BS জরিপে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত করা হলে তা ১৪৯[৪] ধারা মোতাবেক ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান আদালাতের মাধ্যমে বাতিল/সংশোধন করিয়ে নদীর জমি কালেক্টর পদের বিপরীতে

পুনঃরেকর্ডভুক্ত করাবেন ও পূর্ণাঙ্গ দখলে রাখবেন এবং সীমানা নির্ধারণ করে তা সংরক্ষণ করবেন। এ আইনি ব্যবস্থা কালেক্টরগণ যত দ্রুত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন তত দ্রুতই নদীর জমি অবৈধ দখল হতে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

[ন] মহামান্য হাইকোর্টের পূর্বোক্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনায় উল্লিখিত বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান অনুসরণে জেলার নদনদীসমূহের অবৈধ দখল, উচ্ছেদ ও উদ্ধার এবং নদীসম্পদ—পানি, পলি, মাটি, বালু, পাথর ইত্যাদি প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং পানি ও পরিবেশের দূষণমুক্তকরণ, নদীর প্রবাহ সচল নিশ্চিতকরণ এবং নাব্যতা পুনরুদ্ধারে সর্বোপরি সরকারি ভূমি সংরক্ষণ করতে বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা অব্যাহত প্রচেষ্টা রাখবেন বলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রত্যাশা করে। জেলা প্রশাসকগণ জেলা নদী রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনা কাজে লাগাতে পারেন। নদী সংশ্লিষ্ট এসব কার্যনির্বাহে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

১৪। উক্ত আইনে যেখানে নদীর মালিকানা ও সীমানা নির্ধারণ এবং নদ-নদীর দখল রক্ষার্থে উচ্ছেদ ও উদ্ধার করবার/করাবার কেবলমাত্র যে সকল ক্ষমতা কালেক্টরকে দেয়া হয়েছে সেই ধারাগুলিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকেও একইরূপ ক্ষমতা বিদ্যমান আইনের সংশোধনীতে প্রদান করলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদী রক্ষার কাজ অনেক সহজ হবে। নদীর অভিভাবক হিসেবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সেই আইনানুগ ক্ষমতা প্রাপ্তিও অধিকার হইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে, যা জনগণের প্রত্যাকারণ প্রতিফলন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণাল সভার সিদ্ধান্তে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী বিশেষ করে এই আইনে enforceable বিষয়াদি সংযোজন তদনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়ন এবং আইনটিকে মোবাইল কোর্টের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদত্ত হয়েছে। দেশের নদ-নদী ও খাল বিল, জলাশয় ও জলাধারের জমি ও তীরভূমি ও জলজ সম্পদ রাক্ষার্থে এবং তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা ও নদী পুলিশ বাহিনী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-এর নিয়ন্ত্রনে গঠনের জন্যও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন এর সংশোধন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। হাইকোর্টও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর করার পর্যাপ্ত ক্ষমতায়নের আদেশ/রায়/ জারী করেছে এবং ৬ মাসের সময় বেঁধে দিয়েছে।

১৫। নদীর সম্পত্তি/রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুবিবেচনায় অবৈধভাবে মালিকানা অর্জনকারী/ভুয়া দলিল সৃজনকারী ও দাবিদারের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখলের দায়ে ও অপরাধে তাঁর/তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা কালেক্টর বাহাদুরকেই করতে হবে। কারণ, তিনিইতো রাষ্ট্রের পক্ষে নদ-নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর-এর ট্রাষ্টি ও রক্ষক। দুর্নীতি দমন কমিশন/পুলিশ বিভাগেও অপরাধের ধরন ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে ঐ সকল কেইস দুর্নীতি দমন কমিশনের পুলিশ বিভাগে হস্তান্তর করাই আইনানুগ বিবেচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ইতোমধ্যে সেই পরামর্শই দিয়েছে। কয়েকটি কেসও তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে।

১৬। উক্তরূপ প্রকৃত মালিক ও মালিকানা ব্যতীত নদ-নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর কাউকেই বন্দোবস্ত কিংবা ডিসিআর মূলে দেয়া হলে তা অবৈধ, যোগসাজশে প্রদত্ত কিংবা বলপূর্বক অন্যায়ভাবে দখলকৃত বলে বিবেচিত হবে; এবং তা অবিলম্বে কালেক্টর বাহাদুর বাতিল করবেন বলে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উপর্যুক্ত মৌলিক আইন ও বিধি-বিধান জেলা প্রশাসক/কালেক্টর বাহাদুরকে Review ও Revision করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, CS পর্চার ভিত্তিতেই SA/RS/BS পর্চা ও নকশার সঙ্গে তুলনামূলক বিবেচনায় কালেক্টরকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নদীর জমির পরিমাণে অমিল/পার্থক্য [হ্রাস বৃদ্ধি] হলে সেক্ষেত্রে RS/BS/সিটি জরিপ এর Presumptive Value অগ্রহণযোগ্য ও বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ, নদীর জমির মালিকানা সিএস-পরবর্তী যে-কোনো জরিপে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার নামে হস্তান্তরিত হবার কিংবা হ্রাস পাবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই। নদীর জমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নয় কিংবা বন্দোবস্তযোগ্য নয়, কিন্তু পরিবর্ধনযোগ্য। কালেক্টর [রাজস্ব কর্মকর্তা] অবিলম্বে তার জেলা/উপজেলাধীন প্রবাহিত নদ-নদী কিংবা খাল-বিল, জলাশয়ের জমি, তীরভূমি উক্ত আইনের ১৪৩ ধারা/১৪৯[৪] ধারায় শুনানি নিয়ে তা বাতিল করে নদীর জমি নদীকেই ফেরত দেবেন/নিবেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশের সকল জেলা প্রশাসক/কালেক্টরকে সেইরূপ পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১৭। প্রতিবেদনাধীন গত এক বছরে [কমিশনের ৪র্থ বছরে] এ কমিশন-[১] ৩টি মোটরযান ক্রয়ে সমর্থ হয়েছে; [২] কমিশনের জনবল নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করে তা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে স্থায়ী জনবল নিয়োগ চূড়ান্ত করতে পেরেছে; [৩] সরকার থেকে প্রেষনে জনবল সংগ্রহ করতে পেরেছে; [৪] অফিস সরঞ্জামাদিসহ কম্পিউটার সার্ভিসেস স্থাপনা করতে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের নদ-নদী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএসহ মন্ত্রণালয় বিভাগ ও দপ্তর/অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষকে সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিয়েছে। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সভায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকরকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান

আইনের আবশ্যকীয় সংশোধনী আনয়নের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নদী রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করার সুপারিশ করা হয়েছে। নদী রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক Salutary ব্যবস্থা গ্রহণার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের আওতায় নদী রক্ষা ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১৮। কমিশনের [ক] একটি নিজস্ব ভবন স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহণ/গণপূর্ত ও মন্ত্রণালয়ে অনুরোধপত্র প্রেরণ করে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে; কিন্তু অদ্যাবদি অনুকূলে সাড়া মেলেনি; [খ] কমিশনের কার্যাবলি, বিশেষ করে নদ-নদীর দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধার, পানি ও পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধের মত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা কার্যাদি সুষ্ঠও নিরাপদে সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইন-কৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানে অদ্যাবদি কোন নিরাপত্তা ফোর্স-পুলিশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি; যদিও বার বার চাহিদা ও তাগিদপত্র প্রেরিত হয়েছে। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়কেও একাধিককবার কমিশন কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে। ফলে দায়িত্ব পালন/কার্যনির্বাহ এখনও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ রয়েগেছে; [গ] এ কমিশনের প্রশাসনিক যুক্তিক কারণ ও বাস্তবতার নিরিখে নদ-নদী রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ের জাতীয় দায়িত্ব স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার পালণার্থে, সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সঙ্গে যোগযোগ অব্যাহত রেখছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন পেলেই মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে প্রশাসনিকভাবে সংযুক্তি থেকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন অর্পিত কার্যাবলি চূড়ান্তকরণ/কার্যকরভাবে পালনে সমর্থ হবে।

১৯। কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব মাঠ পর্যায়ে নির্বাহের সুবিধার্থে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নদী রক্ষা-উদ্ধার/উচ্ছেদ, দূষণ প্রতিরোধ, জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ কশিমন কমিটিগুলোতে সার্বক্ষণিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিশনের বিভাগীয় অফিস স্থাপন করার আবশ্যকতা রয়েছে, যার মাধ্যমে কমিশন তার দায়িত্বাবলি/ কার্যাবলি দেশব্যাপী সুবিস্তৃত করতে পারবে।

২০। নদ-নদীর দখল দূষণ-ড্রেজিং খনন, অবৈধভাবে বালু, মাটি পাথর ইত্যাদি উত্তোলন কার্যক্রম সরেজমিন নিয়মিত দেশের নদ-নদী রক্ষায় উচ্ছেদ/উদ্ধারের ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড, পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ এবং বিভাগ-জেলা-উপজেলা কমিটিগুলির সভা অনুষ্ঠানসহ দায়িত্ব পালনে উপস্থিত থেকে কমিশনের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান চেলেঞ্জিং দায়িত্ব। মাঠপর্যায়ে নদ-নদীর ড্রেজিং, খনন, দখল ও দূষণ সমস্যা সমাধানে জনমত যাচাই করা/জনগণের পাশে উপস্থিত থেকে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করা খুবই জটিল ও দারুন সাহসিকতাপূর্ণ জাতীয় গুরু দায়িত্ব। যেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছাও এক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি ও সহায়ক ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরি।

২১। এ কমিশন আইনের ১২ [ক] অনুযায়ী নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/নৌপরিবহণ/পানি সম্পদ/ভূমি/পরিবেশ ও বন জলবায়ু পরিবর্তন/তথ্য/কৃষি/প্রাণি সম্পদ/স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন/সড়ক ও সেতু/শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এদের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/বোর্ড/কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের ফোকাল পয়েন্ট সভা [Focal Point Meeting] নিয়মিত করে যাচ্ছে। তবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা কিংবা গভীর মনোযোগ কিংবা উদ্যোগের অনুপস্থিতিও সমস্যার সমাধানকে বিলম্বিত করছে।

২২। এ সভায় নদ-নদী দখল, দূষণ প্রতিরোধ এবং পানি ও পরিবেশ প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে ও উন্নয়নে সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম: পরিবীক্ষণ/নীতি-কৌশল প্রকল্প ও কর্মসূচি জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা এবং আন্তদপ্তর বা অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দায়িত্ব নির্বাহ করে যাচ্ছে। এতে বিশেষ সুফল পাওয়া যাচ্ছে; যদিও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শৈথল্য কিংবা পর্যাপ্ত মনোনিবেশ/উদ্যোগের অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা কিংবা পর্যাপ্ত গুরুত্ব না-দেয়া কিংবা দ্বৈততা ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়েছে।

২৩। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ আইনানুগ ও প্রায়োগিক/বাস্তবিক জরুরিত্বের প্রেক্ষিতে ক্ষমতায়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর সংশোধনী আনায়ন অপরিহার্য বলে বিবেচিত। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সচিব কমিটির সভায় উক্ত আইনের কার্যকর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যাতে অন্যান্য কমিশন যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন/মানবধিকার রক্ষা কমিশন/বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর ন্যায় আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনবলে অর্পিত কার্যাবলি ও দায়িত্বকলী স্বাধীন ও কার্যকরভাবে সম্পাদন/বাস্তবায়ন করতে পারে তার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা

সময়ের দাবি ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। সেই লক্ষ্যে কমিশন বিদ্যমান আইনি সংশোধনের উদ্যোগে গ্রহণ করছে। আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যেই কমিশন তা সরকারের মাধ্যমে পার্লামেন্টে পেশ করার কাজ সমাপ্ত করবে। এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৬ মাসের সময় সুনির্দিষ্টকরণ রায়/আদেশ বাস্তবায়ন জরুরি।

২৪। নদ-নদী রক্ষা, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নের জন্য অধ্যায়গুলিতে যে বাস্তবতা, পরামর্শ/সুপারিশ ও চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হয়েছে তা সার্থকভাবে সম্মিলিত উপায়ে যৎসই ও লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল নির্ধারণ/উদ্ভাবন ও আমাদানীর মাধ্যমে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সম্পূর্ণ আশাবাদী। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ নদী নীতি, কৌশল ও দর্শন দেশের নদ-নদী, জলাশয় ও জলাধার রক্ষাসহ অভ্যন্তরীণ ও যুগোপযোগী সুষম ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মূলমন্ত্র যা অগ্রাধিকার গন্য।

২৫। বাস্তবায়নে সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিনস্ত দপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা এবং বিভাগ-জেলা উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির পাশে সর্বদা উপস্থিত থেকে কর্মকাণ্ড [কর্মসূচি/প্রকল্প]: প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাসহ ও বাস্তবায়ন/আইনের ন্যায়ানুগ ও বলিষ্ঠ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; সেই লক্ষ্যে সাবর্ক্ষণিক গতিশীল সমন্বয় সহযোগিতাসহ নদ-নদী রক্ষা, পানি পরিবেশ, প্রতিবেশ উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা/সমীক্ষা করে চলেছে এবং সরকারি বেসরকারি ও সুশীলজন, পরিবেশবিদ প্রতিনিধি সর্বোপরি জনগণকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রমকে অর্থবহ ও বাস্তবমুখী ও গতিশীল করার আপ্রান ও অব্যহত চেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে।

২৬। সিলেটের জাফলং এর ডাউকি ও পিয়াইন নদীর গর্ভ থেকে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করা নদী ও নদীর নাব্যতা/ জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থেই প্রয়োজন। জাফলং-এর পর্যটন ঐশ্বর্য ও শিল্পের উন্নয়নে পাথর ব্যবসা বন্ধ করাও অপরিহার্য। এক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থাপনা/সংস্থান উদ্ভাবন করতেই হবে। এসব আন্তদেশীয় নদী ও নদীর নাব্যতা ও অস্তিত্বকে পূনরুদ্ধার ও টেকসই করতে আইনি লড়াই জোরদার করতে হবে। দেশের জনগনের নদী সংশ্লিষ্ট স্বার্থ রক্ষার্থে সম্মিলিত, সমন্বিত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ১৬/০৫/২০১৮ এবং ১৫/০৯/২০১৮ তারিখে যে প্রতিবেদন, সুপারিশ দিয়েছে তা ত্বরিত গতিতে বাস্তবায়নের সার্বিক আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের গাফিলতি অমনোযোগীতা নিষ্ক্রিয়তা/শিথিলতা নদী দু'টি প্রাণ অস্তিত্বকে হরণ করবে। যাকে প্রতিরোধ করাই জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২৭। নদ-নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণরোধে, অপরিকল্পিত শহর-নগর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিশুদ্ধায়ন, বিশাল নদী পথের ক্রম-পলি ও ভরাট থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক নাব্যতা আনয়ন ও অপরিকল্পিত উপায়ে বালু উত্তোলন বন্ধ করা এবং টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে উপযুক্তরূপে সমস্যা চিহ্নিতকরণ/উন্নত ও যুৎসই, লাগসই প্রযুক্তি আনয়ন ও সংযোজন/প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে এসব দপ্তর/অধিপ্তর/কর্তৃপক্ষ সংস্থা/বিভাগে সৎ, দক্ষ, নিবেদিত প্রাণ, যোগ্য কর্মকর্তা পদায়ন তাদের নির্ভেজাল ন্যায়ানুগ ও গতিশীল নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

২৮। নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওরের জমি অবৈধ দখল উদ্ধারে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় খননকৃত/ড্রেজিংকৃত মাটি উপযুক্ত ও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার পরামর্শ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই জন্য বিশেষ বিধিমালা/নীতিমালা প্রস্তুত ও তা অনুসরন/অনুশীলনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

২৯। হাওরে বন্যাকবলিত এলাকাভিত্তিক সুউচ্চ প্লাটফর্ম তৈরি, যাতে করে আকস্মিক বন্যার কারণ থেকে শস্যাদি ও গবাদি পশু ইত্যাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারন ও প্রাণিবিদ্যা যৌথভাবে সমীক্ষা/গবেষণা করে লাগসই ও যুৎসই প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন হাওর উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সভা ও সমন্বের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কারিগরি জনবল ও অর্থায়নের প্রয়োজন পড়বে।

৩০। নদীতীর ভাঙন স্থলে পর্যাপ্ত সমীক্ষার মাধ্যমে স্থায়ী টেকসই খাড়া গার্ডওয়াল/গাইড-বাঁধ তৈরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে geo-physical, geo technical, ecological I physiological জরিপ অপরিহার্য। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা নিয়ে তা করা যেতে পারে, যাতে তা সুপরিকল্পিত অর্থ-সাশ্রয়ী ও ফলপ্রসু করা সম্ভব হয়।

৩১। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ/জেলা-উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নদীতে কালভার্ট/ ব্রিজস্থাপন/নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনেস্থানীয় জেলা/ উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক; যাতে করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও লেভেল নির্ধারণ উপযুক্ত বিবেচনায় সমীক্ষার মাধ্যমে সমন্বিত সমীক্ষার মাধ্যমে করা সম্ভব হয়, যা নাব্যতা হরণ কিংবা অবৈধ দখলের

সুযোগ সৃষ্টি না করে। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সুপারিশ/পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে যার বাস্তবায়নে সরকার/মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন ও নজরদারী জরুরি।

৩২। SPARRSO/IWM/CEGIS কর্তৃক অত্যাধুনিক সমন্বিত পদ্ধতিতে RS, GIS, GPS, GTV, RV & GO Referencing Tools ও techniques ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাধারের যৌথ সমীক্ষা সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে পারে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন স্পার্সোর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে এ উদ্যোগের সূচনা করেছে।

৩৩। বর্জ্য [তরল/কঠিন] পানিতে/নদ-নদী,হাওর-খাল-বিল-জলাধারে না-ফেলা এবং সঠিক ও উন্নত 3R [Reduce, Reuse and Recycle] পদ্ধতি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা জরুরি।

৩৪। শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্পাপ্যতা হ্রাস করণার্থে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধার খনন/ড্রেজিংয়ের আওতায় এনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় গভীরতায় নাব্যতা বৃদ্ধি যাতে প্রাকৃতিকভাবেই বর্ষাকালে প্রাপ্ত উজানের পানি মজুত রাখা যায় এবং বৃষ্টির মিষ্টি পানিও ধারন করা সম্ভব হয় [বর্ষা মৌসুমের মিঠাপানি যাতে সাগরে দ্রুত গড়িয়ে যেতে না পারে], তার টেকসই মৌসুমী ধারন, বন্টন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণা/সমীক্ষা অপরিহার্য।

৩৫। নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করতে হলে, পূর্বশর্ত হিসেবে, নদীপথ, নদী ও নদীর তীরভূমি, ফোরশোর সময়াবদ্ধ উচ্ছেদ-সূচীর অনুসরণে আইনের প্রয়োগে অবৈধ দখল মুক্ত নিশ্চিত করতে হবে। দখলদার যত শক্তিশালীই হউন না কেন, যে গোষ্ঠীরই হউন না কেন বৈষম্যহীনভাবে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে আইনের যৌক্তিক ও কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে কোনরূপ বিলম্ব ব্যতিরেকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রের মালিকানায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

৩৬। Master Plan এর আওতায় সমন্বিতরূপে নদ-নদীর জনঅধিকারভূক্ত সম্পত্তি, অমূল্য ও হস্তান্তর কিংবা শ্রেণি/পরিবর্তন অযোগ্য সম্পদ বিবেচনায় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে হবে। তথ্য ভান্ডার সৃজন নির্ভরযোগ্যরূপে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করা জরুরি। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ কর্মসূচি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ সমঝোতার ভিত্তিতে গ্রহণ করছে। এতে বিশেষজ্ঞ জনবল সৃজন লজিস্টিকস যোগাযোগসহ পর্যপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩৭। প্রায়োগিক পরিকল্পনা [Operational Plan] অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর করতে হবে।গঙ্গার পানি প্রবাহ মজুত করবার উপযোগী প্রাকৃতিক জলাধার সৃষ্টির জন্য গড়াই-পদ্মা-মধুমতি-চিত্রা-আঠারবাঁকী এবং নবগঙ্গা ও মাথাভাঙ্গার সংযোগখালসহ আন্তঃ সংযোগ পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় গভীরতায় খনন/ড্রেজিংয়ের অগ্রাধিকার প্রকল্প হাইড্রোমরফোলজিক্যাল সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

৩৮। গঙ্গা-গড়াই-পদ্মা-মধুমতি-নবগঙ্গায় ধারন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবংজলাধার ও ব্যারেজ নির্মানের মাধ্যমে প্রাপ্ত উজানের/বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবেই সংরক্ষণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বাস্তবসম্মত প্রকল্পগ্রহণপূর্বক বহুবিধ সম্পদ আহরণ ও অর্জন নিশ্চিত করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে তিস্তা নদীর প্রবাহ বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা সচল করতে তিস্তা ড্রেজিংয়ের ও তীর ভূমি প্লাবন-ভূমি সংরক্ষনের অব্যহত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতা ও যোগ্যতার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। এমন কোন উন্নয়ন প্রকল্প তিস্তার তীর ভূমিতে/প্লাবন ভূমিতে বাস্তবায়ন করা যাবে না। যা তিস্তার ভাঙনকে পক্ষান্তরে ত্বরানিত করে কিংবা তিস্তায় বর্ষার পানি ধারনে ও প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে কিংবা শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা ও কৃষি ব্যবস্থাপনাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।

৩৯। আইনের যথার্থ সংশোধনী আনয়ন/যথোপযুক্ত নীতি, কৌশল ও বিধি-বিধান প্রণয়ন বিদ্যমান আইনের ফলপ্রসূ ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং স্টেকহোল্ডারদের একইসঙ্গে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা অত্যাবশ্যক। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট সভা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করেছে। তবে এক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর অধিদপ্তর সংস্থাগুলি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত যাতে অগ্রাধিকার গন্যে বাস্তবায়ন করে তার আইনগত বাধ্যবাধকতা ও প্রাধান্য আইন ও বিধিমালায় সংশোধন করে প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাগুলি আইনি বিধানমতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ জরুরি হয়ে পড়েছে।

৪০। পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক সমন্বিত নদ-নদীর খনন প্রকল্প প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে লাগসই ও যুৎসই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্মত ও বিকল্প দক্ষ উদ্ভাবন/সংযোজনে বিশেষজ্ঞদের গভীর মনোনিবেশ অপরিহার্যতা। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যাতে বিশেষ প্রণোদনা পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও গবেষণায় অর্থ যোগানসহ পুরস্কার প্রদান করতে পারে সেই লক্ষ্যে আইনে সংযোজন করতে হবে।

৪১। দখল পুনরুদ্ধার এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনাসহ পানির দুষ্পাপ্যতা দূরীকরণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে নদ-নদীকে রক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জাতীয়ভাবে Common Platform হিসেবে কাজ করে চলেছে। তবে বিদ্যমান আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জোরদার কিংবা উপলব্ধি করানোর কিংবা প্রতিপালন বা মান্য করানোর বিধান নেই। ফলে কবলমাত্র পরামর্শ দিয়ে নদী উদ্ধার করার মত কঠিনতম কাজটিতে কাম্য সফলতা আসছেনা। [ক]-[ড] ধারায় বর্ণিত সমন্বয়, পরামর্শ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, দিক-নির্দেশনা প্রদানের কার্যকর ভূমিকা ও পরম দায়িত্ব,পেশাদারিত্ব ও ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে।

৪২। কমিশনকে দক্ষ জনবল, শক্তিশালী আইনি কাঠামো পর্যাপ্তরূপে ক্ষমতায়ন ও অর্থায়নের সুযোগ প্রদান জরুরি। একইসঙ্গে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরসহ গঙ্গার পানির চুক্তির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশী দেশ/দেশগুলির সঙ্গে জরুরি ও গুরুত্ব বিবেচনায় উত্তরোত্তর কার্যকর সমঝোতার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ সম্ভাব্য চুক্তির জন্য যৌথ নদী কমিশন-কে যুক্তি শানিত করণার্থে হাইড্রোমরফোলজিক্যাল [Remote Sensing based] সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে।

৪৩। স্বল্পকালীন, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সমন্বিত নদী, নদী সম্পদ সংরক্ষণের জাতীয় স্বার্থেই দক্ষতা, যোগ্যতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই সকল স্টেকহোল্ডারদের নিশ্চিত করতে হবে।

৪৪। পাবনা-নাটোর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বড়াল নদীকে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে উদ্ধারের সফল কর্ম-কৌশল: উচ্ছেদ ও অপসারণে অভিযান ও আইনের প্রয়োগসহ সকল স্টেকহোল্ডার ও জনগনের, পরিবেশবাদী সংগঠনগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টাকে উদাহরণ হিসেবে দেশের সকল নদ-নদীর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যায়। এই কর্মকৌশল ও সমন্বিত প্রচেষ্টা ও বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে কমিশন জনসচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

৪৫। Hydro-morphological সমীক্ষা/গবেষণার সাহায্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানীর উপর জোর দিতে হবে। স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয় ও সহযোগিতা, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সমন্বিত ও উপযুক্ত টেকসই আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করণ, মডেল প্রকল্প ও সমন্বিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি উদ্ভাবন দরকার।

৪৬। বহুমুখী ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্প এবং যুগপৎভাবে নিয়মিত খনন ও ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে প্রাপ্ত উজানের পানি ও বৃষ্টির পানির মজুত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে; যাতে করে শুষ্ক মৌসুমে [২-৩ মাসে] উজানের পানি প্রাপ্তির নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায়।

৪৭। পলি ও ময়লা-মাটির ক্রমবর্ধমান স্তূপ হ্রাসে সমুদ্রের পানির/জোয়ারের পানি ব্যবহারের জন্য desalinization [লবণাক্ততাহীন] ও depolarization [পোল্ডার বিহীনতা] সহ অন্যান্য সমীক্ষানির্ভর উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নদ-নদীর উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা যায়। এক্ষেত্রে উত্তম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে/বিকল্প উদ্যোগ বিনির্মানে সংশ্লিষ্ট পাউবোসহ বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কাজ করতে প্রত্যাশী।

৪৮। পর্যাপ্ত অর্থায়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, নদী রক্ষা ও সার্ভিস তহবিল গঠনের মাধ্যমে সমন্বিত নদী রক্ষা ও উন্নয়ন বাজেট, বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০ এর মাধ্যমে জাতীয় বাজেট বরাদ্দসহ আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে সমন্বিত এ্যাপ্রোচ, মাস্টার প্ল্যান নদ-নদীর অববাহিকাভিত্তিক পর্যাপ্ত জরিপ/সমীক্ষা মতবিনিময়/কনফারেন্স/কর্মশালার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশাল কর্মজ্ঞানকে সুসংগঠিত ও সুষম কিংবা দ্বৈততা পরিহারসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রত্যাশিত সুযোগ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে।

৪৯। উল্লেখযোগ্যহারে বিনিয়োগ দরকার যাতে করে সেচ সার্ভিস, নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, বন্যা রোধেও কার্যকর ব্যবস্থাপনা পানি ও নদী দূষণ ব্যবস্থাপনায় ETP/CETP স্থাপন ও ২৪ ঘন্টা অনলাইন পর্যবেক্ষন এবং ময়লা-আবর্জনা ও 3R পদ্ধতির মাধ্যমে

ব্যবস্থাপনা ও SDG-টার্গেট পূরণে যুৎসই কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ ক্রাশ/স্বল্প/মধ্য ও দীর্ঘ পরিচালনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়।

৫০। জটিল চ্যালেঞ্জগুলি-সুশাসন প্রতিষ্ঠা/প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, পরিবেশভিত্তিক এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা পূরণে গণমুখী নদী রক্ষা ও নদী ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি। Action Plan বাস্তবায়নের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনা-পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা/জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক। গত শতাব্দীতে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পৃথিবীর ৯০% মৃত্যু ঘটেছে, এবং ৪৯% ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ গভীর সত্যকে উপলব্ধি করে আমাদেরকে সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ন্যায়-নিষ্ঠ থাকতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে এসব বহুমুখী চ্যালেঞ্জগুলি দক্ষতা যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে যথেষ্টরূপে ক্ষমতায়ন করতে হবে।

৫১। দেশে ময়লা-আবর্জনাকে সম্পদে রূপান্তর পদ্ধতি: 3R [Reduce, Reuse and Recycle] আমদানী/স্থানান্তরের মাধ্যমে পানি ও পরিবেশের উন্নয়ন ও দূর্যোগ প্রবণতাকে হ্রাস করতে পারে।

৫২। মহৎ কর্মযজ্ঞ নিষ্পন্ন করতে হলে আইন প্রয়োগের সদিচ্ছা, সততা ও সৎসাহস প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের/সংস্থার থাকতে হবে। 'আইন আছে-প্রয়োগ নেই' অবস্থা থেকে আমাদেরকে বেড়িয়ে আসতেই হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসহ সকলকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করছে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্মসূচি পালন করছে। তবে এ কাজ সময়সাপেক্ষ এবং এক্ষেত্রে সরকারের আরও অনুগামী পদক্ষেপ/কর্মকাণ্ড সুদৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কমিশন এক্ষেত্রে পাশে থেকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিবে।

৫৩। প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকল্প চয়ন ও সুযোগ-সুবিধা সহায়ক প্রযুক্তিগুলো স্থানান্তর/আমদানী কিংবা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশজ উত্তম-অনুশীলনগুলিকে প্রায়োগিক সুবিধা ও অগ্রাধিকার প্রদান করা অপরিহার্য।

৫৪। অংশীদারিত্বের বিশেষ কার্যকর এ্যাপ্রোচকে ফলপ্রসু করতে হবে, যেখানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সিভিল সমাজ, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, সেবা উৎপাদন ও সরবরাহকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সুবিধাভোগী ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী, দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে ও সম্মিলন ঘটাবে, যা নদ-নদী রক্ষা এবং পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যগণ উল্লেখযোগ্য অনুকূল ও অনুগামী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিনীতভাবে তাই প্রত্যাশা করে।

৫৫। নদ-নদীর ভাঙন অংশে তীরস্থিরীকরনের মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধিকরে টেকসই পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে নদীর 'গভীরতা' বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে 'প্রস্থ' বজায় রাখার বিষয়টিও সুবিবেচনায় রাখতে হবে। তা না হলে গভীরতা কেবল পাড় স্থিতিকরণের ভাঙ্গনের/ধ্বসে পড়ার ঝুঁকি থাকবে। নদীর তীরভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লিজ/বন্দোবস্ত দেয়ার আইনগত সুযোগ নেই, যা সদা স্মর্তব্য। সেক্ষেত্রে পাড় স্থিথিকরণের ফলে উদ্ধারকৃত তীর ভুমি নদীর সুরক্ষার কাজেই ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাউবোসহ বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গভীর সমীক্ষা/গবেষণা করতে হবে সরকারকে।

৫৬। সাব-রেজিস্ট্রি অফিস জমি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের প্রাক্কালে জমির পূর্বাপর রেকর্ডের [CS/SA/RS/City জরিপ] সাথে CS/RS ম্যাপ/নকশা বিবেচনায় নিয়ে নদীর ভূমি ও ফোরশোর যাতে কারো নামে রেজিস্ট্রিকৃত না হতে পারে তা নিশ্চিত করবে। 'দলিলে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধারের জমি অন্তর্ভুক্ত নেই, মর্মে একটি শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তে জমি ক্রয়ের সময় উহা কোন নদীর অংশ কিনা তা উল্লেখ করতে সংশ্লিষ্ট আইনে ধারা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ সংশোধনীটি জরুরি বিবেচনায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের সংশোধনী প্রস্তাব অবিলম্বে পেশ করা হচ্ছে।

৫৭। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদ-নদীর উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি/কার্যাবলি/সফলতা/মূল্যায়ন:

[১] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয়/বিভাগ/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সারাদেশে সেমিনার/কর্মশালা সুসম্পন্ন করা হয়েছে। ৫৩ টি জেলায় এবং দুই শতাধিক উপজেলায় নদী রক্ষা কমিটির সভা হয়েছে। [২] নাব্যতা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত বর্ধিত মাত্রায় ড্রেজিং/খননে দায়িত্বরত বিআইডব্লিউটিএ/পানি উন্নয়ন বোর্ড/ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কাজ করছে। [৩] মাঠে পরিদর্শন ও পর্যাবেক্ষন করে দেখা গেছে যে, জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নদী অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও দূষণ প্রতিরোধে অভিযান ক্রমান্বয়ে

বৃদ্ধি পেয়েছে। [৪] আইনের যথার্থ ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগ বৃদ্ধি করণার্থে পারস্পরিক আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা স্পষ্টীকরনে কমিশন ব্যপৃত রয়েছে । এক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা ও দিক নির্দেশনা ও আইনের শাসন স্পষ্টীকরণ করেছে [৫] স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প/কর্মসূচি বিবেচনাধীন রয়েছে; [৬] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নিয়মিত ফোকাল পয়েন্ট সভা হচ্ছে। [৭] দেশের নদ-নদী, খাল-বিল সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অব্যাহত রেখেছে; এবং ঢাকা ও চতুর্পার্শ্বের নদ-নদীর উচ্ছেদ ও উদ্ধার, নাব্যতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে ১ বছর মেয়াদী ক্রাশ কর্মসূচি এবং ২-৫ বছর, ৫-১০ বছর স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। [৮] নদ-নদীর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ে Hydromorphological Study স্পার্সের সাহায্যে চলমান রয়েছে। [৯] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক ডাটাবেইজ সফ্টওয়ার প্রস্তুত ও অনলাইনে প্রক্ষেপন কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। [১০] উচ্ছেদ অভিযানসহ আইনজ্ঞ নিয়োগে বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনাধীন। [১১] চাহিদা মোতাবেক জেলাগুলিতে CS পর্চা সরবরাহ করা হয়েছে এবং এখনও বেশ কয়েকটি জেলা/উপজেলায় প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। [১২] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক দেশের ৪৮ টি নদ-নদীর ডাটাবেইজ RS-GIS-GPS এর সাহায্যে তৈরির কাজ প্রকল্পাধীন বাস্তবায়নাধীন, যা পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাধার সমীক্ষায় ব্যবহৃত হবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বর্ণিত এসব কার্যক্রম/কর্মসূচি গ্রহণ করায় নদ-নদী রক্ষাসহ পানি ও পরিবেশ রক্ষায় সুফল পাওয়া যাচ্ছে। জনমনে সর্বমহলে একটা আস্থার জায়গা তৈরি হচ্ছে; সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কার্যক্রম অব্যাহতভাবে কমিশন চালিয়ে যাবে; সরকারের সদিচ্ছা ও সহায়তা কমিশনের কার্যাবলি ও দায়িত্বাবলি নির্বাহে সাহস ও শক্তি যোগাবে নিঃসন্দেহে। তবে কমিশনের উপর কমিশন আইনের ১২[ক]সহ নদ-নদীর দখল ও দূষণরোধের ন্যায় অত্যন্ত জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, নির্বাহের ক্ষেত্রে কার্যকর সমন্বয়ের স্বার্থে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যদা অপরাপর কমিশন, যথাঃ দুর্নীতি দমন কমিশন/নির্বাচন কমিশন/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ন্যায় নির্ধারণ করা অপরিহার্য বলে এ কমিশন সদাশয় সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন সবিনয়ে প্রত্যাশা করছে। মহামান্য হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় ও নির্দেশনায় এটি বাস্তবায়নের পক্ষে অনুসমর্থন রয়েছে।

৫৮। প্রকল্প তথ্যাদি অনলাইনে প্রকাশঃ

[ক] নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার, হাওড়-বাওড় অবৈধভাবে দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত ও অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে মহামান্য হইকোর্টের সুনির্নিষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে। এ আইন বাধ্যবাধকতা পূরণে প্রশাসনিক/ আর্থিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তবে দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত একটি চরমান প্রক্রিয়া যা অব্যাহত থাকবে। [খ]নদীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এসংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েববেইজড অনলাইনেও প্রকাশ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

৫৯। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ

নদীর অবৈধ দখল, দূষণ রোধ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে এবং নদীর Public Right of Easement রক্ষার্থে জেলা প্রশাসক/জেলা কালেক্টর পরিবেশ অধিদপ্তর ও পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। নদীর বালু অপরিকল্পিতভাবে লিজ দেয়ার অপরাধে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা আবশ্যক। জেলা প্রশাসন আইন প্রয়োগে বালু উত্তোলন বন্ধ/নিয়ন্ত্রণ করে ভাঙনরোধ ও নদ-নদী রক্ষার্থে তৎপর হবেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও সবস্তরের জনগনের সেটাই সকলের প্রত্যাশা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সহায়তা ও অনুকুল সহযোগিতা সুফল ও সফলতা বয়ে আনতে পারে।

৬০। নদী তীরভূমির অতিরিক্ত জমি আইনানুগ অধিগ্রহণঃ

নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণে ও নাব্যতা রক্ষার্থে নদীর পার্শ্ববর্তী জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সরকার তথা ভূমি মন্ত্রণালয় নদীর জমি পয়স্তি হওয়া কিংবা জেগে ওঠার পর তা বন্দোবস্তের নীতিমালায়ও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ফলে নদীর জমি বন্দোবস্তের অজুহাতে ব্যক্তি/গোষ্ঠীর/প্রতিষ্ঠানের অধিকারে প্রদান করা। SATA, ১৯৫০-এর ৮৬, ৮৭ ধারাসহ প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ লংঘন এবং অন্যায় ও অবৈধ বলে বিবেচিত। এই মূল ও মৌলিক আইনি বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিবেচিত সকল সার্কুলার/প্রজ্ঞাপন/ নীতমালা অবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা সংশোধন/বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

৬১। দেশ প্রেমিক সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানঃ

নদী ও নদী সম্পদ, পানি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় আইন-প্রয়োগে কালেক্টর বাহাদুর ও তার ব্যবস্থাধীনে ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়ানুগ কর্ম সম্পাদনে সাহসী করে তোলা যায়। তাদের এ কর্মযজ্ঞকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করাও জরুরি। একইসঙ্গে, যাদের অবহেলা, যোগসাজশে, ঘুষ-

দুর্নীতি প্রমাণিত হবে, তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসাও জরুরি। এভাবে আইনের শাসন/সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ সংশোধন করে নদী সংশ্লিষ্ট অবৈধ দখল, জবর দখল/পুনঃদখল, পানি ও পরিবেশ প্রতিবেশ দূষণ/ক্ষতি করার মত জঘন্য কাজকে 'অপরাধ' ঘোষনা দিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে জেল ও জরিমানাসহ উপযুক্ত শাস্তির বিধান করা এবং এক্ষেত্রে জাতীয় রক্ষা কমিশনকে ক্ষমতায়ন করা জরুরি।

৬২। নদীর উন্নয়ন ও বহুমুখী ব্যবহার:

নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে বিশুদ্ধ পানির অসম-বণ্টন হ্রাসকরণ কিংবা দূরীভূতকরণ অপরিহার্য। পৃথিবীব্যাপী ক্রমাগতভাবে বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি ও সরবরাহে বৈষম্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশ জনসংখ্যাধিক্য এবং কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির কারণে পানির চাহিদা বিশ্বের অনেক দেশের চেয়েই বেশি। সৃষ্টিকর্তার ঐশর্যমন্ডিত আমাদের এই মাতৃভূমি নদ-নদীর প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট সরবরাহ দীর্ঘ পরিক্রমায় ভোগ করে আসছে। কিন্তু সেই নদী মাতৃক বাংলাদেশের নদী ও পানি সম্পদের অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থান আজ ক্রমান্বয়ে বিগত কয়েক দশকের ব্যপ্ত পরিসরে হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থান থেকে অবশ্যই আমাদের উত্তোরণ ঘটাতে হব। পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার; পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করাও আবশ্যক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার [সরকারি-বেসরকারি]-দের দক্ষতা, যোগ্যতা পেশাগত উৎকর্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক; নদ-নদী, পানি ও পরিবেশের মত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক জনগণ। তাই জনগণকে এই সর্বজনীন সম্পদ রক্ষার্থে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে হবে। কমিশন স্বল্প ব্যয়েই দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সহায়তায় জেলা উপজেলাও বিভাগীয় নদী কমিটির মাধ্যমে একাজটি করে চলেছে। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক যোগানসহ গতিশীল ভূমিকা অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন/পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৬৩। নদ-নদীর সমস্যা বাস্তবভিত্তিক চিহ্নিতকরণ:

বাংলাদেশের নদী, শাখা নদী, জলাশয়, খাল, ঝড়া, ছড়া, হাওর-বাওড় ইত্যাদির সংজ্ঞা চিহ্নিত করা;বাংলাদেশের নদীতে হট স্পট [hot spot] চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় বহুমুখী অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা। ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের মাধ্যমে নদ-নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও জলাধারে সংখ্যা নির্ধারণে স্যাটেলাইট প্রযুক্তিনির্ভর RS/GIS পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা অপরিহার্যরূপে পরিগণিত।

৬৪। নদী ও নদী সম্পদ রক্ষার্থে মাস্টার প্লান তৈরি ও বাস্তবায়ন:

[ক] সরকার ইতোমধ্যেই ঢাকা ও চতুর্পার্শ্বের নদ-নদীর অবৈধ দখল, উচ্ছেদ ও উদ্ধারসহ বহুমুখী উন্নয়নে River Master Plan বিবেচনায় নিয়েছে; চট্টগ্রামের কর্ণফুলি, হালদাও এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত। মাননীয় মন্ত্রী, এলজিআরডি এবং মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যৌথভাবে সভা ও সমন্বয় করছেন। মাননীয় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত বছরগুলিতে টাস্কফোর্সও কাজ করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ পরিকল্পনায় মুখ্য ও জাতীয় সমন্বয়ক হিসেবে সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধান করবে/যথার্থ পরামর্শ প্রদান করবে এবং মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষনের মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে তা নিশ্চিতকরনে দায়িত্ব পালন করছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সেই আইনি দায়িত্ব পালনে আস্থা স্থাপন ও সহযোগিতাসহ বাঁধাহীনভাবে সুযোগ প্রদান অত্যাবশ্যক। [খ] জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদী-সম্পদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দফতর/সংস্থা এবং নদী রক্ষায় কার্যক্রম ও সামাজিক আন্দোলন পরিচালনারত বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সরকার, জনগণ ও জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের গতিশীল ভূমিকা পরিকল্পিতরূপে এ উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করতে ও এগিয়ে নিতে ও সাহায্য সহযোগিতার সমর্থ লাভে কমিশন আশাবাদী।

৬৫। আইন-কানুনের সংশোধন ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ:

দেশের নদ-নদী রক্ষায়, পানি ও পরিবেশ-প্রতিবেশ দূষণ প্রতিরোধে আইনের ন্যায়ানুগ ও কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সমন্বয়, সহযোগিতা ও মিথষ্ক্রিয়া এবং উপযুক্ত সমন্বিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় অর্থায়ন জরুরি। বাস্তবতার নিরিখে এ কমিশনকে ক্ষমতায়ন ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োজন অপরিহার্য। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের আওতাধীনে জাতীয়/রাষ্ট্রীয় ও সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানার্থে আইন প্রয়োগে প্রয়োজনমত দায়িত্ব নেবে/পাশে দাঁড়াবে; যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা/আইন-কানুনের আবশ্যকীয় সংশোধন অতীব জরুরি। এ কমিশন জাতীয়/রাষ্ট্রীয় অর্পিত দায়িত্ব নির্বাহে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডার, উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি, পরিবেশবাদী, অংশীজন, সর্বোপরি জনগণের সহযোগিতা ও পরামর্শ গভীরভাবে প্রত্যাশা করছে। উল্লেখ্য

[৪] শিল্প কারখানার বর্জ্য ফেলে নদীর পানি দূষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;
[৫] সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে উদ্ধারকৃত নদীর জমি যাতে পুনরায় দখল না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কমিশন যথাকার্যক্রম ও সমন্বয় সাধন অব্যাহত রেখেছে।

৬৮। মহামান্য হাইকোর্টের রায় ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন:

মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন ৩৫০৩/২০০৯ এবং ৩১ জানুয়ারি ও ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কমিশন তৎপরতা চালিয়েছে। তুরাগ নদীর তীর ভূমিতে মাটি ভরাট, দখল ও স্থাপনা নির্মাণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ [HRPB] কর্তৃক নভেম্বর ২০১৬ তারিখে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং ১৩৯৮৯/২০১৬-এ হাইকোর্ট কর্তৃক ৩০/০১/২০১৯ ও ০৩/০২/২০১৯ তারিখে ঘোষিত রায়ের আদেশ ও নির্দেশনাসমূহ [১৭টি] নিম্নে হুবহু তুলে ধরা হ'ল:

০১. অত্র রায়ে যে পাবলিক ট্রাষ্ট মতবাদ [Public Trust Doctrine] এর বিশদ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা করা হলো তা আমাদের দেশের আইনের অংশ।

০২. 'তুরাগ নদী'-কে আইনি ব্যক্তি [legal person]/আইনি সত্তা [legal entity]/জীবন্ত সত্তা [living entity] ঘোষণা করা হল। বাংলাদেশের মধ্যে এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবহমান সকল নদ-নদী একই মর্যাদা পাবে।

০৩. 'নদী রক্ষা কমিশন'- কে তুরাগ নদীসহ দেশের সকল নদ-নদী দূষণ ও দখলমুক্ত করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, এবং উন্নয়নের নিমিত্ত আইনগত অভিভাবক [person in loco parentis] ঘোষণা করা হল। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায়, অদ্য হতে বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর দূষণ ও দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক নৌ চলাচলের উপযোগী করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধিসহ যাবতীয় উন্নয়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাধ্য থাকবে। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নদী কমিশনকে সঠিক এবং যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকবে।

০৪. আগাম প্রতিরোধের নীতি [The precautionary Principle] এবং দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি [Polluter's Pay Principle] আমাদের দেশের আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হল।

০৫. তুরাগ নদী সহ দেশের সকল নদ-নদী খাল বিল জলাশয়ের ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বিএডিসি সহ সকল সংস্থা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবেন এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করবেন।

০৬. ১০ থেকে ২৩ নং প্রতিবাদীপক্ষ আগামী ৩০ [ত্রিশ] দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নদীর অবৈধ দখল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেবেন। অন্যথায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ১০ থেকে ২৩ নং প্রতিবাদীপক্ষের খরচে তাদেরকে উচ্ছেদ করবে। নদী দখলকারী দখল উচ্ছেদের এবং নদী দখলের পূর্বাবস্থায় নদীকে ফিরিয়ে আনতে যাবতীয় খরচ বহন করবে।

০৭. নদী দখলকে এবং নদী দূষণকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে এর কঠিন সাজা এবং বড় আকারে জরিমানা নির্ধারণ করতঃ এবং এই সংক্রান্তে মামলা দায়ের, তদন্ত এবং বিচারের পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ এবং এতদ্‌বিষয় কি পদক্ষেপ ১ নং প্রতিপক্ষ গ্রহণ করেছে তদ্‌বিষয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য ১ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৮. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসপিএ, আরআর এসও সেটেলাইটের সাহায্যে আরএস/জিআইএস উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নদ নদী খাল বিল জলাশয়ের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় এবং জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সকল ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার ম্যাপ প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব দপ্তর সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ড আকারে প্রদর্শন করবে এবং যেকোন নাগরিক নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে যেন উক্ত ডাটাবেজ বা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা এবং জেলা প্রশাসন এর কার্যালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

করবেন।

০৯. জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে একটি কার্যকরি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার নিমিত্ত ১নং প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১০. বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বেসরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিতে এবং বিভাগে প্রতি দুই মাস অন্তর একদিন এক ঘণ্টার একটি নদীর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, রক্ষা দূষণ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্লাস পরিচালনা এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদী নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় পর্দায় নদী, প্রকৃতি ও পরিবেশ এর উপর দেশী-বিদেশী ডকুমেন্টারী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এতদবিষয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্দেশ মোতাবেক ক্লাস নিচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১১. ছোট বড় মাঝারি বৃহদাকার সকল দেশী বিদেশী সরকারি বেসরকারি শিল্প কারখানাসমূহকে তাদের সকল শ্রমিকদের অংশগ্রহণে প্রতি দুইমাস অন্তর একদিন এক ঘণ্টার একটি নদী বিষয়ক 'বৈঠক' অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করা হলো। এতদ্‌বিষয়ে সকল শিল্প কারখানা নির্দেশ মোতাবেক নদী বিষয়ক বৈঠক করেছে কিনা তা তদারকি করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১২. দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় প্রতি তিন মাস অন্তর একদিন দিনব্যাপী নদী বিষয়ক র‍্যালি, চিত্র প্রদর্শনী ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগীতা, আলোচনা এবং সেমিনার করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১৩. দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলার অন্তর্গত সকল নদ-নদী দখলদার এবং দূষণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এর নামের তালিকা প্রস্তুত করতঃ আগামী ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং জেলা কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে জনসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ড আকারে টাঙ্গানোর জন্য সকল ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসককে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১৪. যেহেতু পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড় খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল, ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি [Public Trust Property] তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি [Public Property] সেহেতু উক্ত ভূমি দখলের এবং দূষণের অভিযোগ কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে থাকলে উক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার ব্যাংক ঋণের অযোগ্য মর্মে বাংলাদেশের তফসিলি সকল ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে সার্কুলার ইস্যু করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে নির্দেশ প্রদান করা গেল। আগামী ৬ মাসের মধ্যে নির্দেশনা বাস্তাবায়নের অগ্রগতি হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করা গেল।

১৫. যেহেতু পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল, ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস যেহেতু পাবলিক ট্রাষ্ট সম্পত্তি [Public Trust Property] তথা জনগণের ন্যাস সম্পত্তি তথা জাতীয় সম্পত্তি [Public Property] সেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখলকার এবং দূষণকারী হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগকে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অবহিত করণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১৬. নদী বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নদ-নদী সংরক্ষণ এবং দূষণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১৭. নদী, প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর নির্মিত দেশ বিদেশের ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি শুক্রবার ১ ঘণ্টার ১টি পর্ব সম্প্রচার করার জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ টেলিভিশন-কে নির্দেশ প্রদান করা গেল। এছাড়াও নদী, প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর নির্মিত সপ্তাহে অন্তত ১ দিন ১ ঘণ্টার একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রচারের জন্য সকল

বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৬৯। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার নদী সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ এবং সর্বোপরি হাইকোর্টের উক্ত দু'টি রিট পিটিশনে প্রদত্ত রায়/আদেশ/নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিবেচনায় ইতোমধ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩-এর কার্যকর সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা চূড়ান্তকরণে উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায়, আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই তা সরকারের নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

৭০। ইতোমধ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশের সকল জেলা প্রশাসক ও কালেক্টরদের নিকট থেকে নদ-নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রেরণের জন্য আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করেছে, যার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪৮ টি জেলা থেকে অবৈধ/দখলদারদের তালিকা পাওয়া গেছে। এ কমিশন জেলা নদী রক্ষা কমিটির সঙ্গে সভা-সেমিনার, কর্মশালা, কনফারেন্স ইত্যাদি করেও তালিকা হালনাগাদ করার তাগিদ দিয়েছে। বিদ্যমান আইনের যথার্থ প্রয়োগেউচ্ছেদ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করারও পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কয়েকটি জেলায় ইতোমধ্যে নদ-নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার স্থাপনা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে দক্ষ জনবল, আর্থিক, প্রশাসনিক ও লজিস্টিকস্-এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান অপ্রতুলতার কারণে আবশ্যকীয় সংখ্যায় ও প্রত্যাশিত মাত্রায় সকল জেলা-উপজেলায় সকল নদ-নদীর ক্ষেত্রে উচ্ছেদ-উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়নি। তদুপরি দেশের বিভিন্ন জেলায় নিম্ন সিভিল আদালতগুলিতে মামলার কারণে উচ্ছেদ অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি বলেও কমিশনকে জানানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে দেশের সকল নদী তীরবর্তী ও নদীর জমির অবৈধ দখল উদ্ধারে উচ্ছেদ কার্যক্রম অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেঞ্জিং। এক্ষেত্রে সমন্বিত ও সম্মিলিত পদক্ষেপ/প্রচেষ্টা/ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, জনবল নিয়োগ, আইনি সংশোধন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক।

৭১। কমিশনের সভার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, হাইকোর্টের ২০০৯ ও ২০১৯ সালের ২টি যুগান্তকারী আদেশে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দেশের নদীপথ ও তীরভূমি, প্লাবনভূমি উদ্ধার, উচ্ছেদ, সংরক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আশার আলো যুগিয়েছে। উচ্চ আদালতের আদেশ ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/দপ্তর/কর্তৃপক্ষের উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব বর্তিয়েছে। কমিশন তথা সরকারের উপর জনগণের আস্থার জায়গাটি ক্রমান্বয়ে দৃঢ় হচ্ছে এবং নদ-নদী উদ্ধারে ও উন্নয়নে সবার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার সাথে Focal Point সভা করে কার্যকরভাবে নদী রক্ষায় অবদান রাখা ও দায়িত্ববোধকে শানিত করে আইন প্রয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। উক্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় নদী সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ এবং হাইকোর্টের উক্ত রায় ও নির্দেশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধনসহ আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইননানুগ ক্ষমতায়নের প্রতি সদাশয় সরকার ও মহান জাতীয় সংসদের অনুকূলে বিবেচনা ও নির্দেশনা প্রত্যাশা করছে। প্রতিবেদন প্রকাশকালে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশনটির রায় প্রকাশিত হওয়ায়, তা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসহ সকল কর্তৃপক্ষের অবহিতি এবং প্রতিপালনের সুবিধার্থে হুবহু ১৭টি আদেশ/নির্দেশনা এ প্রতিবেদনে সংযুক্ত রাখা হলো।